খার ফাইট নাইট-০৯ এ দাপুটে জয় মেহেরপুরের হুসাইন কবিরের

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এনটিভি স্টুডিওতে গত ২২ মে ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ মিক্সড মার্শাল আর্ট (এমএমএ) আসর “খার ফাইট নাইট-০৯”।

দেশের শীর্ষ ফাইটারদের অংশগ্রহণে জমে ওঠা এই আসরের মূল লড়াইয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে বিজয় অর্জন করেছেন হুসাইন কবির, যিনি ক্রীড়াঙ্গনে “দ্য মনস্টার” নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের এমএমএ অঙ্গনে ধীরে ধীরে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন হুসাইন কবির। দীর্ঘ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তার এই সফল যাত্রা।

এমএমএ-তে তার পথচলার শুরু বাল্যবন্ধু ও আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদকজয়ী ফাইটার মঞ্জুর আলমের অনুপ্রেরণায়। শুরুর দিকে মঞ্জুর আলমের কাছ থেকেই তিনি প্রাথমিক অনুশীলন ও বিভিন্ন কৌশল শিখতেন। পরবর্তীতে মঞ্জুর আলম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণপদক অর্জন করলে সেটিই হুসাইন কবিরের জীবনে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। সেই অনুপ্রেরণাকে শক্তি হিসেবে নিয়েই তিনি শুরু করেন নিজের এমএমএ ক্যারিয়ার।

হুসাইন কবির ও মঞ্জুর আলম দুজনই মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে বেড়ে ওঠা দুই বন্ধুর স্বপ্নও ছিল একই। বর্তমানে তারা গ্রামের গর্ব হিসেবে পরিচিত। দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক অর্জনের মাধ্যমে তারা গ্রাম তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করছেন।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে নিয়মিত অনুশীলন শুরু করেন হুসাইন কবির। অল্প সময়ের মধ্যেই তার পরিশ্রমের ফল মিলতে শুরু করে। ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি ক্যারিয়ারের প্রথম জাতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। একই বছরের ৬ ডিসেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিত “ওপেন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ”-এ অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বর্ণপদক জয় করেন।

এরপর ২০২০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আবারও জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। একই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি “ইন্ডিয়া বনাম বাংলাদেশ

চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি”-এর মূল লড়াইয়ে অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সাফল্য পান।

২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক সফলতা ধরে রাখেন তিনি। তবে এই সময়ে কয়েকবার ভিসা জটিলতার কারণে আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে অংশ নিতে না পারা তার ক্যারিয়ারের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তবুও থেমে যাননি হুসাইন কবির। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রস্তুতি চালিয়ে গেছেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে।

সবশেষে গত ২২ মে অনুষ্ঠিত “খার ফাইট নাইট-০৯”-এর মূল লড়াইয়ে অংশ নিয়ে আবারও নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন তিনি।

এদিনের বহুল প্রতীক্ষিত মূল লড়াইয়ে হুসাইন কবির মুখোমুখি হন আরাফাত ওসমানের। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ও কৌশলী লড়াইয়ের মাধ্যমে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন তিনি। শক্তিশালী ঘুষি, দ্রুত গতির মুভমেন্ট ও উন্নত মার্শাল আর্ট কৌশলের মাধ্যমে পুরো ম্যাচজুড়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন।

ম্যাচটি ছিল আরও একটি কারণে বিশেষ। এটি ছিল কামরাঙ্গীরচর হাবিব’স এমএমএ একাডেমি এবং মিরপুর উশু অ্যান্ড এমএমএ একাডেমির মধ্যকার সম্মানজনক লড়াই। ব্যান্টামওয়েট (৬১ দশমিক ২ কেজি) ক্যাটাগরিতে নিজ নিজ একাডেমির প্রতিনিধিত্ব করেন দুই ফাইটার।

প্রথম রাউন্ড থেকেই ম্যাচে ছিল তীব্র উত্তেজনা। ধারাবাহিক আক্রমণ ও কার্যকর কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হুসাইন কবির প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলেন এবং পুরো ম্যাচজুড়ে আধিপত্য বজায় রাখেন। শেষ পর্যন্ত দাপুটে পারফরম্যান্স ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

ক্রীড়াপ্রেমীদের মতে, এই জয়ের মাধ্যমে দেশের এমএমএ অঙ্গনে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছেন হুসাইন কবির “দ্য মনস্টার”।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর

দিনব্যাপী রুকন শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী রুকন (সদস্য) শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) সকাল সাড়ে ১০টায় পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মো. আব্দুল হালিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অঞ্চল টিম সদস্য ও কুষ্টিয়ার সাবেক জেলা আমির অধ্যক্ষ খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন এমপি এবং লেখক, গবেষক ও প্যারেন্টিং কনসালট্যান্ট ড. আহসান হাবিব ইমরোজ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মেহেরপুর জেলা আমির এমপি তাজউদ্দিন খান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন জেলা সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন।

জামায়াতে ইসলামীর জেলা নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, শিক্ষাশিবিরে সংগঠনের রুকনদের আদর্শিক, সাংগঠনিক ও নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শেষ সময়ে ব্যস্ত মেহেরপুরের কামারপাড়া

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেহেরপুরের কামারশিল্পীরা। বছরের অধিকাংশ সময় কাজের অভাবে অলস

সময় কাটালেও কোরবানির মৌসুম এলেই জমে ওঠে কামারপাড়া। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কামারশালাগুলোতে হাতুড়ির টুংটাং শব্দে মুখর হয়ে উঠছে পরিবেশ।

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এখন দা, বঁটি, ছুরি, চাপাতি, হাসুয়াসহ কোরবানির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কামাররা। কেউ নতুন সরঞ্জাম তৈরি করছেন, আবার কেউ পুরোনো জিনিসে শান দিয়ে ব্যবহার উপযোগী করছেন।

মেহেরপুর শহরের কাশ্যবপাড়ার কামার সুনিল বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে অনেকেই নতুন দা, ছুরি ও বঁটির অর্ডার দিচ্ছেন। আবার অনেকে পুরোনো জিনিস শান দিয়ে নিচ্ছেন। এই সময়টাতেই আমাদের কাজের চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে।”

আরেক কামার নবীন সরকার জানান, “সারা বছর মোটামুটি কাজ হয়। তবে কোরবানির ঈদে বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তখন আয়ও ভালো হয়।”

তবে কাজ বাড়লেও বাড়েনি লাভের পরিমাণ। কামারদের অভিযোগ, কয়লা ও লোহার দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের।

শীলা-নোড়া কোটানোর কারিগর রহমত আলী বলেন, “আগে বাড়িতে শীলা- নোড়া ব্যবহার হতো বেশি। এখন মানুষ প্যাকেটজাত মসলা ব্যবহার করে। ফলে আগের মতো কাজ নেই।”

স্থানীয় বাজার থেকে লোহা কিনে তা আগুনে পুড়িয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করছেন কামাররা। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররাও এসব পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামারশিল্পী আলাউদ্দিন বলেন, “আগে কামারদের অনেক কদর ছিল। এখন মেশিনে তৈরি আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে মানুষ আমাদের তৈরি জিনিসের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। হয়তো একসময় এই পেশাই হারিয়ে যাবে।”

কামারশিল্পী আলমগীর বলেন, “বংশ পরম্পরায় আমরা এই কাজ করে আসছি। আগে সারা বছর কাজের ব্যস্ততা থাকতো। এখন শুধু কোরবানির সময়ই কিছুটা কাজ বাড়ে।”

জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনও প্রায় পাঁচ শতাধিক কামার পরিবার এই

পেশার সঙ্গে জড়িত। অনেকেই অভাব-অনটনের মধ্যেও পূর্বপুরুষের পেশা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

কামারশিল্পীদের দাবি, সরকারি সহযোগিতা ও সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তাদের আশা, ঈদের শেষ মুহূর্তে কোরবানির সরঞ্জাম কিনতে মানুষের ভিড় বাড়বে এবং কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে কামারপাড়ায়।

রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ

রামিসা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি) মেহেরপুর জেলা শাখা ও ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)।

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। শিশু নির্যাতন ও হত্যার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তারা রামিসা হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের নৃশংস ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজুর রহমান, জেলা ন্যাশনাল চিলড্রেন’স

টাস্কফোর্সের (এনসিটিএফ) সভাপতি সাব্বির হোসেন, সদস্য শাহিদুর রহমান আকাশ, আয়েশা সিদ্দিকা, মোবারক হোসাইন, মোস্তফা জাবাল, ফ্লোরা, প্রত্যাশা, অনন্যা, মায়াসহ আরও অনেকে।

মেহেরপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার বন্দর এলাকার পিটিআই মোড়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহতরা হলেন সদর উপজেলার রায়পুর খন্দকারপাড়ার হাফু ইসলামের ছেলে নয়ন (২০) এবং বন্দর বেলতলা পাড়ার আমিরুল ইসলামের ছেলে জীবন (২২)। স্থানীয়রা জানান, তারা সম্পর্কে বন্ধু ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থেকে ছেড়ে আসা একটি কলাবোঝাই ট্রাক মেহেরপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, মেহেরপুর থেকে মোটরসাইকেলে করে জীবন ও নয়ন মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলেন। বন্দর এলাকার পিটিআই মোড় অতিক্রম করে চকশ্যামনগর এলাকায় পৌঁছালে একটি যানবাহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের তীব্রতায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং দুই আরোহী সড়কে ছিটকে পড়েন।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নয়নের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে নিহতদের স্বজনরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তাদের আহাজারিতে হাসপাতাল এলাকায় হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও মোটরসাইকেল পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের পূর্ব সিংহাটিতে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পূর্ব সিংহাটি গ্রামের বাঘমারা মাঠে শত্রুতামূলকভাবে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। গত বুধবার বিকেলে জমির মালিক সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম এ অভিযোগ করেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে তরিকুল ইসলাম ৩১ কাঠা জমিতে চায়না কমলার বাগান গড়ে তোলেন। গত তিন বছর ধরে তিনি ওই বাগানের কমলা বিক্রি করে আসছেন। গত বছর বাগান থেকে তিনি প্রায় ৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার কমলা বিক্রি করেছেন। বর্তমানে প্রতিটি গাছে প্রচুর পরিমাণে কমলার গুটি এসেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গত শনিবার পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলাম তার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের জমিতে থাকা চায়না কমলার গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকটি গাছ পুড়ে যায়।

ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমান বলেন, গাছ পোড়ানোর বিষয়ে মুঠোফোনে রবিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন। পরে বুধবার দুপুরের দিকে বাগানের আরও দুটি কমলার গাছ কেটে তছরুপ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, “আমি কর্মসূত্রে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছি। তবে শত্রুতামূলকভাবে আমার এ ক্ষতি যিনি করেছেন, আমি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচার দাবি করছি।”

অভিযোগের বিষয়ে রবিউল ইসলাম বলেন, “তরিকুল ইসলাম আমার আপন বোনের ছেলে। তাদের সঙ্গে আমার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আমার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেওয়ার সময় পাশাপাশি জমি হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আগুনের তাপে তিনটি কমলার গাছ পুড়ে গেছে। তবে আমার বিরুদ্ধে গাছ কাটার যে অভিযোগ উঠেছে তা মিথ্যা। গাছ আমি কাটিনি। তৃতীয় কোনো পক্ষ আমাদের বিরোধকে স্থায়ী করার জন্য এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।”

উল্লেখ্য, রবিউল ইসলাম ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমানের আপন বড় ভাই।

স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান, পারিবারিকভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন। তবে এ বিরোধের পরিসমাপ্তি কীভাবে হবে, তা নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।

মেহেরপুরে বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহারে কৃষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

টেকসই কৃষি, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব বালাইনাশক (বায়োপেস্টিসাইড) ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে মেহেরপুর সদর

উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামে কৃষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্র্যাক সিড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. ইমদাদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক সিড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ, চুয়াডাঙ্গা-১ অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার মো. আক্তারুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার ডিলার মো. ফখরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, কৃষি উদ্যোক্তা, রিটেইলার এবং প্রায় ৫৫ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় জৈব বালাইনাশকের গুরুত্ব, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এবং পরিবেশবান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বক্তারা বলেন, অতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

“দাঁড়িপাল্লা ও ধানের শীষ একসাথে চলতে পারে না” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন।

তিনি বলেন, “ধানের শীষে যারা ভোট দিয়েছেন আমি শুধু তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলি। ধানের শীষে যারা ভোট দিয়েছেন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আর বিএনপির নামে যারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে সামনে রেখে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিএনপি কাজ করছে।

সমাবেশে স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আরও এক অনলাইন জুয়াড়ি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকা থেকে আল সাহাব (২২) নামের আরও এক অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

আল সাহাব গাড়াডোব পুকুরপাড়ার বাসিন্দা। এ সময় তার হেফাজত থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (২০ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর গাংনী থানাধীন গাড়াডোব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবির একটি চৌকস টিম তাকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তার গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ও রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনলাইন জুয়া

খেলা ও পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় গ্রেফতারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল সাহাবকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোনসহ গ্রেফতার করা হয়।

ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ প্রেস রিলিজে জানান, সাহাবের মোবাইল ফোন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে লেনদেনসহ মালয়েশিয়ার মুদ্রায় বেআইনি ই-লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তার মুঠোফোনে থাকা চারটি ই-মেইলে ১৩টি অনলাইন জুয়ার আইডির তথ্যও পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃত সাহাবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন হাসিবুজ্জামান স্বপন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় জেলা পরিষদ প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হাসিবুজ্জামান স্বপন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, জাসাস নেতা বাকা বিল্লাহ, দীপু খানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তারা ক্রীড়া অঙ্গনের উন্নয়ন ও মেহেরপুরের ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।